BHARATI INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH & DEVELOPMENT (BIJMRD)

(Open Access Peer-Reviewed International Journal)

DOI Link : https://doi.org/10.70798/Bijmrd/04020029

Available Online: www.bijmrd.com | BIJMRD Volume: 4 | Issue: 02 | February 2026 | e-ISSN: 2584-1890

একবিংশ শতাব্দীর শিক্ষায় সংস্কৃত শিক্ষার প্রাসঙ্গিকতা

Dr. Rupkumar Panda

Madhyamgram B.Ed. College
Email: rupkumarpanda07@gmail.com

সংক্ষিপ্তসার:

একবিংশ শতাব্দীর শিক্ষা ব্যবস্থা দ্রুত প্রযুক্তিনির্ভর, দক্ষতাভিত্তিক ও বৈশ্বিক চাহিদানির্ভর হয়ে উঠেছে। এই পরিবর্তনের ফলে মানবিক শিক্ষা, নৈতিক চেতনা ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ ক্রমশ প্রান্তিক হয়ে পড়ছে। বর্তমান গবেষণাটি একবিংশ শতাব্দীর শিক্ষার প্রেক্ষাপটে সংস্কৃত শিক্ষার প্রাসঙ্গিকতা বিশ্লেষণের একটি তাত্ত্বিক ও বিশ্লেষণধর্মী প্রয়াস। গবেষণায় সংস্কৃত শিক্ষার জ্ঞানতাত্ত্বিক গুরুত্ব, মূল্যবোধ ও নৈতিক শিক্ষা বিকাশে ভূমিকা এবং Indian Knowledge System (IKS)-এর সংরক্ষণ ও আধুনিক শিক্ষায় একীভূতকরণে এর অবদান বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে।গবেষণায় দেখা যায় যে পানিনীয় ব্যাকরণভিত্তিক সংস্কৃত শিক্ষা শিক্ষার্থীদের বিশ্লেষণী চিন্তন, meta-cognitive দক্ষতা ও যুক্তিনিষ্ঠ মানসিকতা বিকাশে সহায়ক। একই সঙ্গে গীতা, উপনিষদ ও অন্যান্য শাস্ত্রভিত্তিক পাঠ একবিংশ শতাব্দীর নৈতিক সংকট মোকাবিলায় কার্যকর মূল্যবোধ ও চরিত্রগঠনের ভিত্তি প্রদান করে। Indian Knowledge System-এর দর্শন, যোগ, আয়ুর্বেদ ও বিজ্ঞানচিন্তার সঙ্গে সংস্কৃত শিক্ষার অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক আধুনিক শিক্ষায় holistic ও value-based education প্রতিষ্ঠায় সহায়ক ভূমিকা পালন করে। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ সংস্কৃত ও Indian Knowledge System-কে শিক্ষার মূল ধারায় অন্তর্ভুক্ত করার মাধ্যমে সংস্কৃত শিক্ষার প্রাসঙ্গিকতাকে নীতিগত স্বীকৃতি প্রদান করেছে। সংস্কৃত শিক্ষা একবিংশ শতাব্দীর শিক্ষাব্যবস্থায় আধুনিকতা ও ঐতিহ্যের মধ্যে একটি কার্যকর সেতুবন্ধন রচনা করে এবং শিক্ষার্থীদের নৈতিক, বৌদ্ধিক ও সাংস্কৃতিকভাবে সমৃদ্ধ নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে সক্ষম।

মূল শব্দসমূহ : *সংস্কৃত শিক্ষা, একবিংশ শতাব্দীর শিক্ষা, ভারতীয় জ্ঞানব্যবস্থা, মূল্যভিত্তিক শিক্ষা, সামগ্রিক বিকাশ, জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০।*

ভূমিকা:

একবিংশ শতাব্দীর শিক্ষা ব্যবস্থাকে সাধারণত জ্ঞানভিত্তিক সমাজ নির্মাণের প্রধান হাতিয়ার হিসেবে বিবেচনা করা হয়। বর্তমান সময়ে শিক্ষা কেবল তথ্য আহরণ বা পরীক্ষাভিত্তিক সাফল্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং এটি শিক্ষার্থীর জ্ঞানতাত্ত্বিক বিকাশ, নৈতিক চেতনা, সামাজিক দায়িত্ববোধ, সাংস্কৃতিক সংবেদনশীলতা এবং জীবনমুখী দক্ষতার সমন্বিত বিকাশের একটি সামগ্রিক প্রক্রিয়া। বিশ্বায়ন, দ্রুত প্রযুক্তিগত অগ্রগতি, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, ডিজিটালাইজেশন এবং বহুসাংস্কৃতিক সমাজব্যবস্থার বিকাশ শিক্ষার লক্ষ্য ও প্রকৃতিকে মৌলিকভাবে রূপান্তরিত করেছে। এই পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে শিক্ষা ব্যবস্থার সামনে প্রধান চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে আধুনিক বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির সঙ্গে মানবিক মূল্যবোধ ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সুষম সমন্বয় সাধন করা (UNESCO, 2015)। একদিকে যেখানে STEM শিক্ষা, দক্ষতাভিত্তিক প্রশিক্ষণ এবং কর্মসংস্থানমুখী পাঠক্রমের প্রতি অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে, অন্যদিকে সেখানে মানবিক শিক্ষা, দর্শন ও নৈতিক চর্চা ক্রমশ প্রান্তিক হয়ে পড়ছে। এর ফলস্বরূপ শিক্ষার্থীদের মধ্যে মানসিক চাপ, নৈতিক বিভ্রান্তি, আত্মকেন্দ্রিকতা এবং সাংস্কৃতিক বিচ্ছিন্নতার প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই প্রেক্ষাপটে প্রাচীন ভাষা ও

শাস্ত্রভিত্তিক শিক্ষাকে অনেক সময় অপ্রাসঙ্গিক, অতীতমুখী বা আধুনিক জীবনের সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ বলে চিহ্নিত করা হয়। সংস্কৃত ভাষা ও শিক্ষা ব্যবস্থাও এই ধরনের সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির শিকার হয়েছে। অথচ এই দৃষ্টিভঙ্গি সংস্কৃত শিক্ষার বহুমাত্রিক দার্শনিক, জ্ঞানতাত্ত্বিক ও শিক্ষাতাত্ত্বিক গুরুত্বকে যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে ব্যর্থ (Sharma, 2013)। সংস্কৃত কেবল একটি প্রাচীন ভাষা নয়; এটি ভারতীয় জ্ঞান-পরম্পরা বা Indian Knowledge System-এর মূল ভিত্তি। বেদ, উপনিষদ, গীতা, দর্শনশাস্ত্র, যোগ, আয়ুর্বেদ, জ্যোতির্বিজ্ঞান, ভাষাবিজ্ঞান ও নীতিশাস্ত্র—এই সমস্ত জ্ঞানধারা সংস্কৃত ভাষার মাধ্যমে সংরক্ষিত ও বিকশিত হয়েছে। ভারতীয় শিক্ষাদর্শনে জ্ঞানকে কখনোই কেবল অর্থনৈতিক উৎপাদনশীলতার সঙ্গে যুক্ত করা হয়নি; বরং জ্ঞানকে আত্মোন্নয়ন, সামাজিক কল্যাণ ও নৈতিক উৎকর্ষের মাধ্যম হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে (Radhakrishnan, 1951)। একবিংশ শতাব্দীর শিক্ষা যে 'Holistic development'-এর কথা বলে, তার তাত্ত্বিক ভিত্তি বহু শতাব্দী আগেই সংস্কৃত সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়েছে।

বর্তমান বিশ্বে mindfulness, yoga education, value education এবং holistic health-এর প্রতি যে ক্রমবর্ধমান আগ্রহ লক্ষ্য করা যায়, তার পেছনে ভারতীয় জ্ঞান-ঐতিহ্যের সুস্পষ্ট প্রভাব রয়েছে। এই জ্ঞানধারায় প্রবেশের জন্য সংস্কৃত শিক্ষার ভূমিকা অপরিহার্য। তদুপরি, আধুনিক ভাষাবিজ্ঞান, কম্পিউটেশনাল লিঙ্গুইস্টিক্স এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার গবেষণায় সংস্কৃত ভাষার যুক্তিনিষ্ঠ ও নিয়মভিত্তিক কাঠামো বিশেষ গুরুত্ব লাভ করেছে (Staal, 1988; Rao, 2010)। ফলে সংস্কৃত শিক্ষা একবিংশ শতাব্দীর প্রযুক্তিনির্ভর জ্ঞানসমাজের সঙ্গেও তাৎপর্যপূর্ণভাবেসংযুক্ত।জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ ভারতীয় ভাষা ও জ্ঞান-ঐতিহ্যকে শিক্ষার মূল ধারায় পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে। সংস্কৃতকে একটি classical and knowledge language হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করে এটিকে বহুভাষিক, আন্তঃবিষয়ক ও মূল্যভিত্তিক শিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে (Government of India, 2020)। এই নীতিগত পরিবর্তন সংস্কৃত শিক্ষার প্রাসঙ্গিকতাকে নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণের প্রয়োজনীয়তা সৃষ্টি করেছে। এই প্রবন্ধে একবিংশ শতাব্দীর শিক্ষার আলোকে সংস্কৃত শিক্ষার প্রাসঙ্গিকতা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বিশেষভাবে এখানে সংস্কৃত শিক্ষার জ্ঞানতাত্ত্বিক গুরুত্ব, নৈতিক ও মূল্যশিক্ষায় ভূমিকা, Indian Knowledge System-এর সংরক্ষণ ও প্রসারে অবদান এবং আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে তার সামঞ্জস্যপূর্ণ অবস্থান পর্যালোচনা করা হয়েছে। এই বিশ্লেষণের মাধ্যমে সংস্কৃত শিক্ষাকে একটি সমসাময়িক, প্রাসঙ্গিক ও অপরিহার্য শিক্ষামাধ্যম হিসেবে পুনঃমূল্যায়নের একটি তাত্ত্বিক ভিত্তি নির্মাণের প্রয়াস নেওয়া হয়েছে।

গবেষণার প্রেক্ষাপট ও সমস্যা:

একবিংশ শতাব্দীর শিক্ষাব্যবস্থা গভীর রূপান্তরের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হচ্ছে। বিশ্বায়ন, প্রযুক্তিগত অগ্রগতি, ডিজিটাল শিক্ষার প্রসার, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও তথ্যভিত্তিক অর্থনীতির বিকাশ শিক্ষার লক্ষ্য ও কাঠামোকে আমূল পরিবর্তিত করেছে। আধুনিক শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য এখন কেবল বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান অর্জন নয়; বরং শিক্ষার্থীদের মধ্যে সমালোচনামূলক চিন্তন, সৃজনশীলতা, সমস্যা সমাধান দক্ষতা এবং কর্মসংস্থানযোগ্য সক্ষমতা গড়ে তোলা। এই পরিবর্তিত বাস্তবতায় শিক্ষা ক্রমশ দক্ষতাভিত্তিক ও বাজারমুখী হয়ে উঠছে, যার ফলে মানবিক, নৈতিক ও সাংস্কৃতিক শিক্ষার গুরুত্ব তুলনামূলকভাবে হ্রাস পাচ্ছে (UNESCO, 2015)। এই প্রেক্ষাপটে শিক্ষাব্যবস্থার একটি মৌলিক সংকট স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। একদিকে আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষা শিক্ষার্থীদের কর্মজীবনের জন্য প্রস্তুত করছে, অন্যদিকে তা মানবিক মূল্যবোধ, আত্মসংযম, সামাজিক দায়িত্ব ও সাংস্কৃতিক পরিচয় গঠনে পর্যাপ্ত ভূমিকা পালন করতে পারছে না। এর ফলস্বরূপ বর্তমান প্রজন্মের মধ্যে মানসিক চাপ, নৈতিক দ্বন্দ্ব, আত্মকেন্দ্রিকতা ও সামাজিক বিচ্ছিন্নতার প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। শিক্ষাবিদ নাসবাম (Nussbaum, 2010) উল্লেখ করেছেন যে মানবিক শিক্ষা উপেক্ষিত হলে গণতান্ত্রিক সমাজ ও নৈতিক চেতনা দুর্বল হয়ে পড়ে। এই সংকট মোকাবিলায় এমন একটি শিক্ষাদর্শনের প্রয়োজন যা আধুনিকতার সঙ্গে মানবিক ও নৈতিক শিক্ষার সেতুবন্ধন রচনা করতে পারে। ভারতীয় শিক্ষা ঐতিহ্যে জ্ঞানকে কখনোই কেবল উপার্জনের মাধ্যম হিসেবে বিবেচনা করা হয়নি। ভারতীয় দার্শনিক ধারায় জ্ঞান অর্জনের চূড়ান্ত লক্ষ্য ছিল আত্মোন্নয়ন, নৈতিক উৎকর্ষও সামাজিক কল্যাণ।এই দৃষ্টিভঙ্গির মৌলিক ভিত্তি সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে নিহিত। বেদ, উপনিষদ, গীতা, দর্শনশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র ও স্মৃতিগ্রন্থে শিক্ষাকে 'বিদ্যা' হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, যা মানুষকে অজ্ঞান থেকে জ্ঞানের দিকে এবং অসংযম থেকে সংযমের পথে পরিচালিত করে (Radhakrishnan, 1951), অথচ আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থায় সংস্কৃত শিক্ষার এই গভীর দর্শন প্রায় উপেক্ষিত।বর্তমানে সংস্কৃত শিক্ষাকে প্রায়শই একটি প্রাচীন, মুখস্থনির্ভর ও ব্যাকরণকেন্দ্রিক বিষয় হিসেবে

উপস্থাপন করা হয়। এই সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির ফলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সংস্কৃত ভাষার প্রতি ভীতি ও অনাগ্রহ সৃষ্টি হয় এবং শিক্ষকতাও প্রথাগত পদ্ধতিতে সীমাবদ্ধ থাকে। Sharma (2013) তাঁর গবেষণায় উল্লেখ করেছেন যে আধুনিক pedagogicalপদ্ধতি ও শিক্ষামনোবিজ্ঞানের প্রয়োগ না হওয়ায় সংস্কৃত শিক্ষার সম্ভাবনাগুলি সম্পূর্ণরূপে বিকশিত হচ্ছে না। ফলে সংস্কৃত শিক্ষা প্রান্তিক বিষয় হিসেবে চিহ্নিত হয়ে পড়ছে।

অন্যদিকে Indian Knowledge System (IKS)-এর প্রসঙ্গে সংস্কৃতের ভূমিকা অপরিসীম। যোগ, আয়ুর্বেদ, ন্যায়, সাংখ্য, বৈশেষিক ও বেদান্ত দর্শনের মৌলিক গ্রন্থসমূহ সংস্কৃত ভাষায় রচিত। একবিংশ শতাব্দীতে যোগ ও mindfulnessশিক্ষার বিশ্বব্যাপী প্রসার ঘটলেও, এর দার্শনিক ও শাস্ত্রীয় ভিত্তি সম্পর্কে গভীর অনুধাবনের জন্য সংস্কৃত শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা প্রায়শই উপেক্ষিত থেকে যাচ্ছে (Sharma, 2013)।এর ফলে ভারতীয় জ্ঞান-ঐতিহ্য অনেক ক্ষেত্রে খণ্ডিত ও পৃষ্ঠস্থভাবে উপস্থাপিত হচ্ছে।তদুপরি, আধুনিক ভাষাবিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত গবেষণায় সংস্কৃত ভাষার গুরুত্ব নতুনভাবে প্রতীয়মান হয়েছে। Paniniam ব্যাকরণ একটি অত্যন্ত নিয়মভিত্তিক ও যুক্তিনিষ্ঠ ভাষাগত কাঠামো প্রদান করে, যা কম্পিউটেশনাল লিঙ্গুইস্টিক্স ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার গবেষণায় বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক বলে বিবেচিত হচ্ছে (Staal, 1988; Rao, 2010)। এই বাস্তবতা প্রমাণ করে যে সংস্কৃত শিক্ষা একবিংশ শতাব্দীর প্রযুক্তিনির্ভর জ্ঞানসমাজের সঙ্গেও গভীরভাবে সংযুক্ত।জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ ভারতীয় ভাষা ও জ্ঞান-ঐতিহ্যকে শিক্ষার মূল ধারায় পুনঃপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতিগত পরিবর্তনের সূচনা করেছে। NEP 2020 সংস্কৃতকে একটি "classical and knowledge language" হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে এটিকে বহুভাষিক, আন্তঃবিষয়ক ও মূল্যভিত্তিক শিক্ষার অংশ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করার সুপারিশ করেছে (Government of India, 2020)। এই নীতিগত অবস্থান সংস্কৃত শিক্ষার প্রাসঙ্গিকতা নতুনভাবে মূল্যায়নের একটি শক্তিশালী ভিত্তি প্রদান করে।উপরোক্ত আলোচনার ভিত্তিতে স্পষ্ট হয় যে একবিংশ শতাব্দীর শিক্ষাব্যবস্থায় সংস্কৃত শিক্ষার প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে একটি মৌলিক গবেষণাগত শূন্যতা বিদ্যমান। আধুনিক শিক্ষার চাহিদা, মানবিক ও নৈতিক সংকট, Indian Knowledge System-এর সংরক্ষণ এবং প্রযুক্তিগত অগ্রগতির সঙ্গে সংস্কৃত শিক্ষার সম্ভাব্য সমন্বয়—এই সমস্ত দিক একত্রে বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। এই গবেষণার প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা মূলত এই প্রশ্নকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে: একবিংশ শতাব্দীর শিক্ষাব্যবস্থায় সংস্কৃত শিক্ষা কীভাবে একটি সমসাময়িক, কার্যকর ও মূল্যভিত্তিক শিক্ষামাধ্যম হিসেবে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হতে পারে?

সাহিত্য পর্যালোচনা:

সংস্কৃত শিক্ষা ও একবিংশ শতাব্দীর শিক্ষাব্যবস্থার প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে গবেষণায় বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত হয়েছে। এই সাহিত্য পর্যালোচনায় সংস্কৃত শিক্ষার দার্শনিক, শিক্ষাতাত্ত্বিক, ভাষাবৈজ্ঞানিক এবং সমসাময়িক প্রাসঙ্গিকতা সংক্রান্ত প্রধান গবেষণাগুলি বিশ্লেষণ করা হয়েছে। রাধাকৃষ্ণন (Radhakrishnan, 1951) ভারতীয় শিক্ষাদর্শনের আলোচনায় সংস্কৃত শিক্ষাকে নৈতিকতা, আত্মজ্ঞান ও মানবিক মূল্যবোধ বিকাশের একটি মৌলিক মাধ্যম হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। তাঁর মতে, সংস্কৃত সাহিত্যে নিহিত দর্শন ও নীতিশাস্ত্র আধুনিক শিক্ষার লক্ষ্য Holistic development এর সঙ্গে গভীরভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এই দৃষ্টিভঙ্গি একবিংশ শতাব্দীর মূল্যভিত্তিক শিক্ষার আলোচনায় সংস্কৃত শিক্ষার তাত্ত্বিক ভিত্তি প্রদান করে।Staal (1988) সংস্কৃত ভাষার গঠনগত বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে পানিনীয় ব্যাকরণ একটি অত্যন্ত নিয়মভিত্তিক ও যুক্তিনিষ্ঠ ভাষাগত কাঠামো উপস্থাপন করে, যা আধুনিক ভাষাবিজ্ঞান ও লজিক্যাল থিঙ্কিং-এর সঙ্গে তুলনীয়। তাঁর গবেষণা সংস্কৃত শিক্ষার জ্ঞানতাত্ত্বিক গুরুত্ব এবং বিশ্লেষণী চিন্তন বিকাশে এর ভূমিকা নির্দেশ করে। Sharma (2013) সংস্কৃত শিক্ষার pedagogical দিক বিশ্লেষণ করে উল্লেখ করেছেন যে প্রথাগত, মুখস্থনির্ভর শিক্ষণ পদ্ধতির কারণে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সংস্কৃতের প্রতি অনাগ্রহ সৃষ্টি হয়। তিনি activity-based learning, interdisciplinary approach এবং আধুনিক শিক্ষামনোবিজ্ঞানের প্রয়োগের মাধ্যমে সংস্কৃত শিক্ষাকে অধিক কার্যকর ও শিক্ষার্থীবান্ধব করার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়েছেন।Indian Knowledge System (IKS)-এর প্রসঙ্গে Rao (2010) সংস্কৃত ভাষার কাঠামোগত নির্ভুলতাকে computational linguisticsও artificial intelligence গবেষণার জন্য বিশেষভাবে উপযোগী বলে উল্লেখ করেছেন। এই গবেষণা প্রমাণ করে যে সংস্কৃত শিক্ষা কেবল ঐতিহ্যগত নয়, বরং আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর জ্ঞানচর্চার সঙ্গেও তাৎপর্যপূর্ণভাবে যুক্ত। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ (Government of India, 2020) ভারতীয় ভাষা ও জ্ঞান-ঐতিহ্যকে শিক্ষার মূল ধারায় অন্তর্ভুক্ত করার সুপারিশ করে সংস্কৃত শিক্ষার প্রাতিষ্ঠানিক গুরুত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছে। এই নীতিগত দলিল সংস্কৃত শিক্ষাকে বহুভাষিক, আন্তঃবিষয়ক ও মূল্যভিত্তিক শিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে

স্বীকৃতি প্রদান করে। উপরোক্ত সাহিত্য পর্যালোচনা থেকে স্পষ্ট হয় যে সংস্কৃত শিক্ষার দার্শনিক ও তাত্ত্বিক গুরুত্ব নিয়ে উল্লেখযোগ্য গবেষণা বিদ্যমান থাকলেও, একবিংশ শতাব্দীর শিক্ষার বাস্তব প্রেক্ষাপটে এর সমন্বিত ও প্রয়োগমূলক বিশ্লেষণ তুলনামূলকভাবে সীমিত। এই গবেষণা সেই শূন্যতা পূরণের একটি প্রয়াস।

উদ্দেশ্য :

১. একবিংশ শতাব্দীর শিক্ষার প্রেক্ষিতে সংস্কৃত শিক্ষার জ্ঞানতাত্ত্বিক গুরুত্ব বিশ্লেষণ।

২. একবিংশ শতাব্দীর শিক্ষায় সংস্কৃত শিক্ষার মাধ্যমে মূল্যবোধ ও নৈতিক শিক্ষার ভূমিকা বিশ্লেষণ।

৩. Indian Knowledge System (IKS)–এর সংরক্ষণ, প্রসার ও আধুনিক শিক্ষায় একীভূতকরণে সংস্কৃত শিক্ষার ভূমিকা বিশ্লেষণ।

গবেষণার পদ্ধতি :

এই গবেষণাটি একটি গুণগত ও তাত্ত্বিক বিশ্লেষণধর্মী গবেষণা। গবেষণায় মূলত বর্ণনামূলক ও বিশ্লেষণমূলক পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক তথ্যসূত্রের উপর ভিত্তি করে গবেষণার উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রাথমিক উৎসহিসেবেবেদ, উপনিষদ, ভগবদ্গীতা, দর্শনশাস্ত্র, পানিনীয় ব্যাকরণ এবং Indian Knowledge System–এর অন্তর্গত প্রাসঙ্গিক সংস্কৃত গ্রন্থসমূহ পর্যালোচনা করা হয়েছে। মাধ্যমিক উৎস হিসেবে গবেষণাপত্র, গ্রন্থ, জার্নাল, UNESCO-এর প্রতিবেদন, জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ এবং সংশ্লিষ্ট শিক্ষাতাত্ত্বিক গবেষণাসমূহ বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সংগৃহীত তথ্যগুলিকে বিষয়ভিত্তিকভাবে শ্রেণিবদ্ধ করে একবিংশ শতাব্দীর শিক্ষার প্রেক্ষাপটে সংস্কৃত শিক্ষার জ্ঞানতাত্ত্বিক, নৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রাসঙ্গিকতা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এই পদ্ধতির মাধ্যমে সংস্কৃত শিক্ষার সমসাময়িক গুরুত্ব সম্পর্কে একটি সুসংহত তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা উপস্থাপন করার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে।

আলোচনা:

উদ্দেশ্য ১ : একবিংশ শতাব্দীর শিক্ষার প্রেক্ষিতে সংস্কৃত শিক্ষার জ্ঞানতাত্ত্বিক গুরুত্ব বিশ্লেষণ

একবিংশ শতাব্দীর শিক্ষা মূলত জ্ঞাননির্ভর সমাজ গঠনের সঙ্গে যুক্ত, যেখানে শিক্ষার্থীদের কেবল তথ্য আহরণকারী নয়, বরং বিশ্লেষণী, যুক্তিনিষ্ঠ ও সৃজনশীল চিন্তাবিদ হিসেবে গড়ে তোলাই প্রধান লক্ষ্য। আধুনিক শিক্ষাতত্ত্বে cognitive development, critical thinking, meta-cognition এবং problem-solving ability-কে শিক্ষার কেন্দ্রীয় উপাদান হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এই প্রেক্ষাপটে সংস্কৃত শিক্ষার জ্ঞানতাত্ত্বিক গুরুত্ব গভীরভাবে অনুধাবন করা প্রয়োজন।সংস্কৃত ভাষার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো এর নিয়মভিত্তিক ও যুক্তিনিষ্ঠ কাঠামো। পানিনীয় ব্যাকরণ একটি সুসংবদ্ধ rule-based linguistic system, যেখানে সীমিত সূত্র (সূত্রপাঠ) থেকে অসংখ্য ভাষাগত গঠন উদ্ভূত হয়। এই কাঠামো শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিশ্লেষণী চিন্তন, যুক্তি প্রয়োগ এবং বিমূর্ত ধারণা বোঝার ক্ষমতা বিকাশে সহায়ক। Staal (1988) উল্লেখ করেছেন যে পানিনীয় ব্যাকরণ আধুনিক ফরমাল লজিক ও গণিতীয় চিন্তার সঙ্গে তুলনীয়, যা শিক্ষার্থীদের algorithmic thinking গঠনে সহায়তা করে।একবিংশ শতাব্দীর শিক্ষায় meta-cognitive awareness বা নিজের চিন্তন প্রক্রিয়া সম্পর্কে সচেতনতা একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। সংস্কৃত ভাষা শিক্ষায় শব্দগঠন, ধাতু, প্রত্যয় ও বাক্যরচনার বিশ্লেষণ শিক্ষার্থীদের ভাষা সম্পর্কে চিন্তা করতে শেখায়, যা meta-cognition-এর বিকাশ ঘটায়। এই প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থীরা কেবল ভাষা ব্যবহারকারী নয়, বরং ভাষার গঠন ও কার্যকারণ বিশ্লেষণকারী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।Indian Knowledge System-এর প্রেক্ষাপটে সংস্কৃত শিক্ষার জ্ঞানতাত্ত্বিক ভূমিকা আরও বিস্তৃত। ন্যায় দর্শনে যুক্তি ও প্রমাণের যে সুসংবদ্ধ কাঠামো উপস্থাপিত হয়েছে, তা আধুনিক critical reasoning-এর সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কিত। সাংখ্য দর্শনে cause–effect relationshipএবং বৈশেষিক দর্শনে শ্রেণিবিন্যাসমূলক চিন্তন শিক্ষার্থীদের বৈজ্ঞানিক মানসিকতা গঠনে সহায়ক (Radhakrishnan, 1951)। সংস্কৃত শিক্ষার মাধ্যমে এই দর্শনসমূহের মৌলিক ধারণার সঙ্গে পরিচিত হওয়া শিক্ষার্থীদের যুক্তিবোধ ও বিশ্লেষণী ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। আধুনিক শিক্ষাবিজ্ঞানে interdisciplinary learning একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবণতা। সংস্কৃত শিক্ষা এই আন্তঃবিষয়ক শিক্ষার একটি শক্তিশালী মাধ্যম। সংস্কৃত সাহিত্যে গণিত,

জ্যোতির্বিজ্ঞান, চিকিৎসাবিজ্ঞান ও পরিবেশ চিন্তার সমন্বয় দেখা যায়। যেমন—আর্যভট্ট ও ভাস্করাচার্যের গণিতীয় সূত্রাবলি বা চরক ও সুশ্রুতের চিকিৎসাশাস্ত্র। এই গ্রন্থসমূহ শিক্ষার্থীদের মধ্যে বৈজ্ঞানিক কৌতূহল ও অনুসন্ধানী মনোভাব গড়ে তোলে।

একবিংশ শতাব্দীর প্রযুক্তিনির্ভর জ্ঞানসমাজে computational thinking একটি অপরিহার্য দক্ষতা। Rao (2010) তাঁর গবেষণায় উল্লেখ করেছেন যে সংস্কৃত ভাষার নির্ভুল ব্যাকরণিক কাঠামো কম্পিউটেশনাল লিঙ্গুইস্টিক্স ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে উপযোগী। এই বাস্তবতা প্রমাণ করে যে সংস্কৃত শিক্ষা কেবল ঐতিহ্যগত জ্ঞানচর্চার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং আধুনিক প্রযুক্তিগত চিন্তনের সঙ্গেও সামঞ্জস্যপূর্ণ। তদুপরি, সংস্কৃত সাহিত্যের পাঠ শিক্ষার্থীদের স্মৃতিশক্তি, মনোসংযোগ এবং ধ্যানক্ষমতা বৃদ্ধি করে। শ্লোকপাঠ ও সূত্রপাঠের অনুশীলন cognitive discipline গঠনে সহায়ক, যা আধুনিক শিক্ষায় attention span হ্রাসের সমস্যার একটি কার্যকর প্রতিকার হতে পারে। UNESCO (2015) শিক্ষাকে lifelong learning-এর প্রক্রিয়া হিসেবে চিহ্নিত করেছে, যেখানে মনোসংযোগ ও গভীর চিন্তনের গুরুত্ব অপরিসীম। অতএব, একবিংশ শতাব্দীর শিক্ষার আলোকে সংস্কৃত শিক্ষার জ্ঞানতাত্ত্বিক গুরুত্ব বহুমাত্রিক। এটি শিক্ষার্থীদের বিশ্লেষণী ও যুক্তিনিষ্ঠ চিন্তন, meta-cognitive দক্ষতা, আন্তঃবিষয়ক বোধ এবং প্রযুক্তিনির্ভর জ্ঞানচর্চার জন্য প্রস্তুত করে। ফলে সংস্কৃত শিক্ষা আধুনিক শিক্ষার cognitive goals-এর সঙ্গে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি কার্যকর শিক্ষামাধ্যম হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

উদ্দেশ্য ২: **একবিংশ শতাব্দীর শিক্ষায় সংস্কৃত শিক্ষার মাধ্যমে মূল্যবোধ ও নৈতিক শিক্ষার ভূমিকা বিশ্লেষণ**

একবিংশ শতাব্দীর শিক্ষাব্যবস্থায় জ্ঞান ও দক্ষতার পাশাপাশি নৈতিকতা, মূল্যবোধ ও মানবিক চেতনা বিকাশ একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। আধুনিক সমাজে প্রযুক্তিগত অগ্রগতি, ভোগবাদী মানসিকতা ও প্রতিযোগিতামূলক জীবনধারার ফলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে নৈতিক বিভ্রান্তি, মানসিক অস্থিরতা এবং সামাজিক দায়িত্ববোধের অভাব ক্রমশ প্রকট হয়ে উঠছে। এই প্রেক্ষাপটে শিক্ষা কেবল তথ্য ও দক্ষতা অর্জনের মাধ্যম না হয়ে, চরিত্রগঠন ও নৈতিক উৎকর্ষের একটি কার্যকর উপায় হওয়া প্রয়োজন (UNESCO, 2015)। সংস্কৃত শিক্ষা এই মূল্যভিত্তিক শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি শক্তিশালী ও কার্যকর ভূমিকা পালন করতে সক্ষম। ভারতীয় জ্ঞান-পরম্পরায় শিক্ষা ও নৈতিকতার মধ্যে একটি অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক বিদ্যমান। সংস্কৃত সাহিত্যে 'বিদ্যা'কে এমন এক জ্ঞান হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, যা মানুষকে আত্মসংযম, দায়িত্ববোধ ও নৈতিক উৎকর্ষের পথে পরিচালিত করে। উপনিষদে জ্ঞানের লক্ষ্য হিসেবে 'আত্মবিদ্যা' ও 'ব্রহ্মজ্ঞান'-এর কথা বলা হয়েছে, যা আত্মকেন্দ্রিকতা নয়, বরং বিশ্বমানবতার চেতনা বিকাশে সহায়ক (Radhakrishnan, 1951)। সংস্কৃত শিক্ষার মাধ্যমে এই দার্শনিক ধারণাগুলির সঙ্গে শিক্ষার্থীদের পরিচয় ঘটানো একবিংশ শতাব্দীর নৈতিক সংকট মোকাবিলায় অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা সংস্কৃত সাহিত্যের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ, যেখানে কর্মনীতি, কর্তব্যবোধ, আত্মসংযম ও নৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের দিকনির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। 'নিষ্কাম কর্ম', 'সমত্ববুদ্ধি' এবং 'লোকসংগ্রহ'-এর মতো ধারণাগুলি আধুনিক নাগরিক জীবনে নৈতিক দায়িত্ব পালনের একটি শক্তিশালী ভিত্তি প্রদান করে। একবিংশ শতাব্দীর শিক্ষায় যেখানে ethical decision-making ও responsible citizenship-এর উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়, সেখানে গীতার নৈতিক দর্শন সংস্কৃত শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের চরিত্রগঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে (Sharma, 2013)।

Indian Knowledge System (IKS)-এর অন্তর্গত নীতিশাস্ত্র ও দর্শনসমূহ সংস্কৃত ভাষার মাধ্যমে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে সঞ্চারিত হয়েছে। মনুস্মৃতি, নীতিশতক ও হিতোপদেশের মতো গ্রন্থসমূহ সামাজিক ন্যায়, কর্তব্যবোধ, শিষ্টাচার ও সহমর্মিতার শিক্ষা প্রদান করে। এই গ্রন্থগুলির শিক্ষাবিষয়ক উপাদান একবিংশ শতাব্দীর শিক্ষা ব্যবস্থায় value education ও social-emotional learning-এর সঙ্গে গভীরভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ। Nussbaum (2010) উল্লেখ করেছেন যে গণতান্ত্রিক সমাজে নৈতিক ও মানবিক শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম, যা সংস্কৃত শিক্ষার মাধ্যমে কার্যকরভাবে বাস্তবায়িত হতে পারে। সংস্কৃত শিক্ষার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো মানসিক শৃঙ্খলা ও আত্মসংযমের বিকাশ। শ্লোকপাঠ, ধ্যানমূলক পাঠ ও সূত্রাভ্যাস শিক্ষার্থীদের মধ্যে মনোসংযোগ, ধৈর্য ও আত্মনিয়ন্ত্রণ গড়ে তোলে। আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থায় যেখানে attention deficitও মানসিক চাপ একটি বড় সমস্যা, সেখানে সংস্কৃত শিক্ষার এই শৃঙ্খলাবদ্ধ অনুশীলন শিক্ষার্থীদের মানসিক সুস্থতায় সহায়ক ভূমিকা পালন করে (UNESCO, 2015)। যোগদর্শনের নৈতিক স্তম্ভ 'যম' ও 'নিয়ম' শিক্ষার্থীদের মধ্যে ব্যক্তিগত ও সামাজিক নৈতিকতা বিকাশে কার্যকর ভূমিকা রাখে।তদুপরি, সংস্কৃত শিক্ষা শিক্ষার্থীদের মধ্যে সাংস্কৃতিক সংবেদনশীলতা ও মূল্যবোধগত পরিচয় গঠনে সহায়ক। বৈশ্বিক সমাজে বসবাসকারী শিক্ষার্থীদের জন্য সাংস্কৃতিক আত্মপরিচয় একটি গুরুত্বপূর্ণ মানসিক শক্তি হিসেবে কাজ করে। সংস্কৃত

সাহিত্যের মাধ্যমে ভারতীয় সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও মানবিক দর্শনের সঙ্গে পরিচিত হওয়া শিক্ষার্থীদের মধ্যে সহনশীলতা, সহমর্মিতা ও বহুসাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গি বিকাশে সহায়তা করে। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছে যে শিক্ষা ব্যবস্থার অন্যতম লক্ষ্য হলো "ethical, constitutional and human values"-এর বিকাশ (Government of India, 2020)। এই লক্ষ্য অর্জনে সংস্কৃত শিক্ষা একটি কার্যকর ও প্রাসঙ্গিক মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। অতএব, একবিংশ শতাব্দীর শিক্ষাব্যবস্থায় সংস্কৃত শিক্ষার মাধ্যমে মূল্যবোধ ও নৈতিক শিক্ষার ভূমিকা কেবল তাত্ত্বিক নয়, বরং ব্যবহারিক ও অপরিহার্য।

উদ্দেশ্য ৩: Indian Knowledge System (IKS)-এর সংরক্ষণ, প্রসার ও আধুনিক শিক্ষায় একীভূতকরণে সংস্কৃত শিক্ষার ভূমিকা বিশ্লেষণ

ভারতীয় জ্ঞান-পরম্পরায় (IKS) জ্ঞান-ঐতিহ্যের একটি সমন্বিত রূপ, যেখানে দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্প, চিকিৎসা, ভাষাবিজ্ঞান ও নৈতিক চিন্তা একত্রে বিকশিত হয়েছে। এই জ্ঞানভাণ্ডারের প্রায় সম্পূর্ণ অংশই সংস্কৃত ভাষার মাধ্যমে সংরক্ষিত ও সঞ্চারিত হয়েছে। ফলে IKS-এর সংরক্ষণ ও প্রাসঙ্গিক পুনর্ব্যাখ্যার জন্য সংস্কৃত শিক্ষা একটি মৌলিক ও অপরিহার্য মাধ্যম। একবিংশ শতাব্দীর শিক্ষাব্যবস্থায় যখন indigenous knowledge systems-এর প্রতি বিশ্বব্যাপী নতুন করে আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে, তখন সংস্কৃত শিক্ষার ভূমিকা নতুন গুরুত্ব লাভ করেছে। ভারতীয় জ্ঞান-পরম্পরায় শিক্ষা ও জ্ঞানচর্চা কখনোই বিচ্ছিন্ন বা খণ্ডিত ছিল না। বেদ ও উপনিষদে জ্ঞানকে 'ঋত' ও 'সত্য'-এর সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে, যা প্রকৃতি, সমাজ ও ব্যক্তিসত্তার মধ্যে সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠা করে। দর্শনের ছয়টি আস্তিক শাখা—ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য, যোগ, মীমাংসা ও বেদান্ত—সবকটিই সংস্কৃত ভাষায় রচিত এবং যুক্তি, বিশ্লেষণ ও অভিজ্ঞতার সমন্বয়ে জ্ঞানচর্চার একটি পূর্ণাঙ্গ কাঠামো উপস্থাপন করে (Radhakrishnan, 1951)। সংস্কৃত শিক্ষার মাধ্যমে এই দর্শনগুলির মৌলিক ধারণার সঙ্গে পরিচয় শিক্ষার্থীদের মধ্যে গভীর বোধ ও দার্শনিক চিন্তন বিকাশে সহায়ক। IKS-এর আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হলো বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি। প্রাচীন ভারতীয় গণিত ও জ্যোতির্বিজ্ঞানের গ্রন্থসমূহ—যেমন আর্যভট্টীয়, সূর্যসিদ্ধান্ত ও লীলাবতী—সংস্কৃত ভাষায় রচিত এবং এতে শূন্যের ধারণা, দশমিক পদ্ধতি ও ত্রিকোণমিতির মৌলিক সূত্র প্রতিফলিত হয়েছে। এই জ্ঞানধারা আধুনিক বিজ্ঞান শিক্ষার সঙ্গে ঐতিহাসিক ও তাত্ত্বিক সংযোগ স্থাপন করতে পারে, যদি তা সংস্কৃত শিক্ষার মাধ্যমে যথাযথভাবে উপস্থাপিত হয়। সংস্কৃত শিক্ষা তাই IKS-কে কেবল অতীতের ঐতিহ্য হিসেবে নয়, বরং একটি জীবন্ত জ্ঞানব্যবস্থা হিসেবে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম।আয়ুর্বেদ ও যোগ Indian Knowledge System-এর দুটি আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত শাখা, যেগুলির মূল শাস্ত্রীয় গ্রন্থ—চরক সংহিতা, সুশ্রুত সংহিতা, যোগসূত্র—সবই সংস্কৃত ভাষায় রচিত। একবিংশ শতাব্দীতে holistic health, wellness education ও mindfulnessচর্চার প্রসার ঘটলেও, অনেক ক্ষেত্রে এই শাস্ত্রগুলির দার্শনিক ও তাত্ত্বিক গভীরতা উপেক্ষিত থেকে যাচ্ছে। সংস্কৃত শিক্ষা এই শাস্ত্রগুলির মূল পাঠ ও ধারণা বোঝার সুযোগ সৃষ্টি করে, যা IKS-এর যথার্থ ও প্রামাণ্য চর্চার জন্য অপরিহার্য (Sharma, 2013)।একই সঙ্গে, আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থায় IKS-কে অন্তর্ভুক্ত করার ক্ষেত্রে একটি বড় চ্যালেঞ্জ হলো প্রামাণ্য ব্যাখ্যার অভাব। সংস্কৃত ভাষার জ্ঞান ছাড়া প্রাচীন গ্রন্থসমূহের অনুবাদনির্ভর পাঠ অনেক সময় অর্থবিকৃতি ও আংশিক উপলব্ধির সৃষ্টি করে। Staal (1988) উল্লেখ করেছেন যে সংস্কৃতের ব্যাকরণিক ও ধারণাগত নির্ভুলতা বোঝা ছাড়া ভারতীয় দর্শন ও যুক্তিব্যবস্থার প্রকৃত তাৎপর্য অনুধাবন করা সম্ভব নয়। অতএব, সংস্কৃত শিক্ষা IKS-এর শুদ্ধ ও গভীর ব্যাখ্যার একটি অপরিহার্য উপাদান।একবিংশ শতাব্দীর প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষাব্যবস্থায় IKS-এর পুনরুজ্জীবনে সংস্কৃত শিক্ষার নতুন সম্ভাবনাও সৃষ্টি হয়েছে। ডিজিটাল আর্কাইভ, ই-টেক্সট, computational linguistics ও artificial intelligence-এর ক্ষেত্রে সংস্কৃত ভাষার নিয়মভিত্তিক কাঠামো বিশেষ গুরুত্ব পাচ্ছে (Rao, 2010)। এই প্রযুক্তিগত প্রেক্ষাপটে সংস্কৃত শিক্ষা IKS-কে বৈশ্বিক জ্ঞানসমাজের সঙ্গে সংযুক্ত করার একটি কার্যকর মাধ্যম হিসেবে কাজ করতে পারে।জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ Indian Knowledge System-কে শিক্ষার মূল ধারায় অন্তর্ভুক্ত করার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে এবং সংস্কৃত শিক্ষাকে এই প্রক্রিয়ার একটি কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে চিহ্নিত করেছে (Government of India, 2020)। এই নীতিগত দৃষ্টিভঙ্গি সংস্কৃত শিক্ষার মাধ্যমে IKS-এর সংরক্ষণ, প্রসার ও আধুনিকীকরণের একটি শক্তিশালী ভিত্তি প্রদান করে।অতএব, একবিংশ শতাব্দীর শিক্ষাব্যবস্থায় Indian Knowledge System-এর পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও বৈশ্বিক প্রাসঙ্গিকতা বৃদ্ধিতে সংস্কৃত শিক্ষার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এটি অতীত ও বর্তমানের মধ্যে সেতুবন্ধন রচনা করে এবং শিক্ষার্থীদের একটি গভীর, সমন্বিত ও সাংস্কৃতিকভাবে সংবেদনশীল জ্ঞানভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলতে সহায়তা করে।

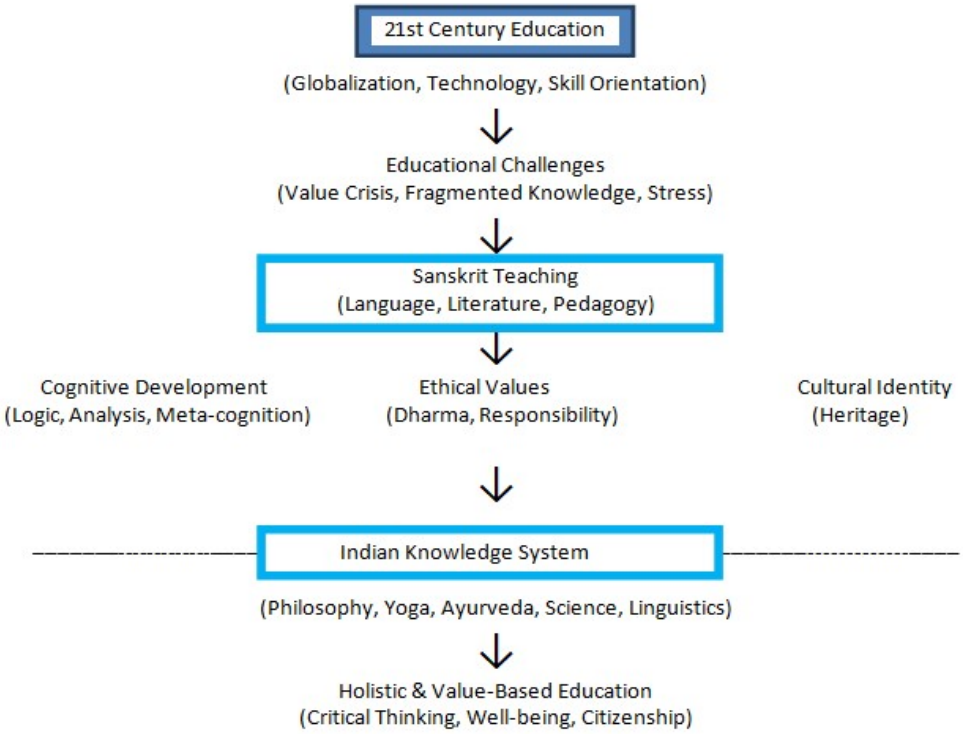

সংস্কৃত শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের জ্ঞানতাত্ত্বিক বিকাশ (যুক্তিনিষ্ঠ চিন্তন, meta-cognition), নৈতিক ও মূল্যবোধগত চেতনা (ধর্ম, কর্তব্যবোধ, সহমর্মিতা) এবং সাংস্কৃতিক আত্মপরিচয় গড়ে ওঠে। এই তিনটি মাত্রা একত্রে Indian Knowledge System-এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে শিক্ষাকে একটি holisticও value-based কাঠামোতে রূপান্তরিত করে। ফলে সংস্কৃত শিক্ষা একবিংশ শতাব্দীর শিক্ষায় একটি সমন্বিত ও প্রাসঙ্গিক শিক্ষামাধ্যম হিসেবে প্রতিভাত হয় (Government of India, 2020)।

উপসংহার:

এই গবেষণায় একবিংশ শতাব্দীর শিক্ষাব্যবস্থার আলোকে সংস্কৃত শিক্ষার প্রাসঙ্গিকতা বহুমাত্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। আলোচনার মাধ্যমে স্পষ্ট হয়েছে যে সংস্কৃত শিক্ষা কেবল একটি প্রাচীন ভাষা শিক্ষা নয়, বরং এটি একটি গভীর দার্শনিক, জ্ঞানতাত্ত্বিক ও মূল্যভিত্তিক শিক্ষামাধ্যম। আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থায় যেখানে দক্ষতা, প্রযুক্তি ও কর্মসংস্থানমুখী দৃষ্টিভঙ্গি প্রাধান্য পাচ্ছে, সেখানে মানবিক মূল্যবোধ, নৈতিকতা ও সাংস্কৃতিক সংবেদনশীলতার সংকট প্রকট হয়ে উঠছে। এই সংকট মোকাবিলায় সংস্কৃত শিক্ষা একটি কার্যকর ও সময়োপযোগী সমাধান প্রদান করতে সক্ষম।গবেষণায় প্রতীয়মান হয়েছে যে সংস্কৃত শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের বিশ্লেষণী ও যুক্তিনিষ্ঠ চিন্তন ক্ষমতা বিকাশ পায়, যা একবিংশ শতাব্দীর cognitive skills-এর সঙ্গে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ। একই সঙ্গে গীতা, উপনিষদ ও অন্যান্য শাস্ত্রভিত্তিক পাঠ শিক্ষার্থীদের মধ্যে নৈতিক দায়িত্ববোধ, আত্মসংযম ও সামাজিক সচেতনতা গড়ে তোলে। Indian Knowledge System-এর সংরক্ষণ ও প্রসারে সংস্কৃত শিক্ষার ভূমিকা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এই জ্ঞানভাণ্ডারের মৌলিক গ্রন্থসমূহ সংস্কৃত ভাষায় রচিত।জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ সংস্কৃত ও Indian Knowledge System-কে শিক্ষার মূল ধারায় অন্তর্ভুক্ত করার মাধ্যমে সংস্কৃত শিক্ষার প্রাসঙ্গিকতাকে নীতিগত স্বীকৃতি প্রদান করেছে (Government of India, 2020)। অতএব, একবিংশ শতাব্দীর শিক্ষাব্যবস্থায় সংস্কৃত শিক্ষাকে আধুনিক pedagogicalও প্রযুক্তিনির্ভর পদ্ধতির মাধ্যমে পুনর্গঠিত করা একান্ত প্রয়োজন।সবশেষে বলা যায়, সংস্কৃত শিক্ষা আধুনিকতা ও ঐতিহ্যের মধ্যে একটি সার্থক সেতুবন্ধন রচনা করে এবং শিক্ষার্থীদের holistic, ethical ও culturally rooted global citizens হিসেবে গড়ে তুলতে সহায়তা করে। এই কারণেই একবিংশ শতাব্দীর শিক্ষায় সংস্কৃত শিক্ষার প্রাসঙ্গিকতা কেবল ঐচ্ছিক নয়, বরং অপরিহার্য।

References:

- Government of India.(2020). National Education Policy 2020.Ministry of Human Resource

Development.

- Nussbaum, M. C. (2010). Not for profit: Why democracy needs the humanities. Princeton University Press.
- Radhakrishnan, S. (1951).Indian philosophy (Vols. 1–2). George Allen & Unwin.
- Rao, R. (2010). Sanskrit and computational linguistics: A study of structural relevance. Indian Journal of Linguistics, 45(2), 123–138.
- Sharma, R. N. (2013). Teaching of Sanskrit: Problems and prospects. Atlantic Publishers.
- Staal, F. (1988). Universals: Studies in Indian logic and linguistics. University of Chicago Press.
- UNESCO. (2015). Rethinking education: Towards a global common good? UNESCO Publishing.

Citation: **Panda. Dr. R.,** (2026) "একবিংশ শতাব্দীর শিক্ষায় সংস্কৃত শিক্ষার প্রাসঙ্গিকতা", *Bharati International Journal of Multidisciplinary Research & Development (BIJMRD)*, Vol-4, Issue-02, February-2026.